বন-তুলসী

"তুলস্যমৃতনামাসি সদাত্বং কেশবপ্রিয়া,
কেশাবার্থে চিনোমিত্বাং বরদা ভব শোভনে।"

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি এ।



চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং,
৬৩নং হ্যারিসন্ রোড, কলিকাতা।

মূল্য ।/০ পাঁচ আনা

২৪নং মিডিল রোড, ইটালী ইণ্ডিয়া প্রেস, হইতে
শ্রীকুসুমকুমার ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

তাপিত হৃদয় কর সুশীতল
শান্তিনিঝর হরি হে,
নিদারুণ শোকসায়কের ব্যথা
পাসরিতে নাহি পারি যে।
তুমিই দিয়েছ তুমিই নিয়েছ
ব্যথা দিলে কেন বহিতে,
ফুল গেছে তার বৃন্তের কাঁটা
পারিনে মরমে সহিতে।
চাহিনাক কিছু শুধু তব প্রেমে
দাও হে হৃদয় উলসি'
তোমারি চরণে আঁখিজলে ভেজা
দিলাম এ বনতুলসী ;

কুমুদরঞ্জন

আমার এ বনতুলসী, একে ত বন তুলসী তাও আবার সব নিজের বনের নয়। একশ আট পাতার মধ্যে অনেক পাতাই ভক্ত ও মহাপুরুষগণের তপোবন হইতে তোলা। ইহার যাহা কিছু ভাল তাহা তাঁহাদের, যাহা কিছু দোষাভ্রাত তাহা আমার নিজের। এই পুস্তক প্রণয়নে শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত বিভূতীশচন্দ্র কাব্যব্যাকরণতীর্থ এবং অগ্রজকল্প শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট প্রকাশ্য ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বাহুল্য মাত্র, তবু যে করিলাম সে কেবল আমার তৃপ্তির জন্য।

মাথরুণ
১৫ই অগ্রহায়ণ
১৩১৮

গ্রন্থকার।

"যাকর নাম দরশ সুখ সম্পদ,
দরশ পরশরসপুর,
পরশে যে সুখ তাহা কি বলিতে পারি গো
সে যে বাণী অনুভব দূর !"

নরহরি ।

বন-তুলসী।

নির্ভর।

কৃষক চাতকে বলে, সুধাই হে পাখি!
কেমনে সলিল পাও জলদেরে ডাকি?
দারুণ নিদাঘ কালে বাঁচ বা কি করে,
বরষায় ও মরিতেছি দেখ তুনী ধরে।
চাতক বলছে জানি করিতে নির্ভর,
সেই যে আমার সব জানিনে অপর;
তব বাহুবল আছে, আছে কত তুনী,
আমার আছেন ভাই কেবল যে তিনি।

প্রাণের ডাক।

ক্ষুদ্র টুনটুণি বসি সেফালি শাখায়
প্রাণ ভরি উষা কালে বিভুগুণ গায়।
বায়স বলিছে ডাকি হে বিহগবর
পশিবে কাহার কাণে তব ক্ষীণ স্বর?

টুন্‌টুণি বলে আমি অতি ক্ষুদ্র প্রাণী
সবাকার চেয়ে সেটা আমি আগে জানি
যিনি মোরে ক্ষুদ্র করি গ'ড়েছেন ভাই,
তিনিই শুনুন শুধু এই আমি চাই।

জীবে দয়া।

বলেন ডাকিয়া ভক্ত অবোধ শিশুরে,
দলিত করোনা ওই ক্ষুদ্র পোকাটীরে।
জগতের শত শিল্পী, শত যত্ন করে,
ওর চেয়ে ক্ষুদ্র কীটও গড়িতে না পারে।
ঈশ্বরের প্রয়োজন গড়িতে যাহায়,
তাহারে নাশা কি বাছা তোর শোভা পায়?

সাকার উপাসনা।

হস্তী বলে হে কমল কি বৃহৎ রবি!
তুমি ক্ষুদ্র বক্ষে ধর তাঁর ক্ষুদ্র ছবি।
বিশ্বের সবিতা তিনি, তুমি ক্ষীণ প্রাণ,
তাঁরে খর্ব্ব করি কর কি পাপ মহান্‌।

বিরাট মূরতি তাঁর, বলিছে কমল
ক্ষুদ্র আমি ভাবিবার শক্তি কোথা বল।
যতটুকু প্রাণ মোর ততটুকু ভরি
তাঁর বিশ্বব্যাপীরূপ রাখি আমি ধরি।

মূর্ত্তিপূজা।

চকোরে ডাকিয়া ধীরে বলিছে ছাতার
চন্দ্র সে তো শিলাময় প্রকাণ্ড আকার।
নাহি রস, নাহি জল, তার পানে চাহি
বিফলে কাটাস্ নিশি, কিছু বুদ্ধি নাহি।
চকোর হাসিয়া বলে, হে প্রগল্‌ভ পাখি!
পাণ্ডিত্যের গর্ব্বে তোর অন্ধ দুটী আঁখি।
যে পেয়েছে তাঁর সুধা, হেরেছে সে ছবি,
সে কেন শুনিবে তোর কথা আজগবি।

বিস্ময়।

শিল্পকর বলে, সদা আমি ভেবে মরি
কি বিরাট কি নিপুণ শিল্পী তুমি হরি।
যে হাত গড়েছে অভ্রভেদী হিমালয়
বালুকার কণা তারি গড়া সমুদয়।

জলদের গায়ে যাহে আঁক হে বিজলি
তাতেই কুসুমদলে টান রেখা গুলি।
অপূর্ব্ব তুলিকা যাহা রাঙ্গায় গগন
ছোট প্রজাপতি পাখা সাজায় কেমন।
অতি ক্ষুদ্র তৃণে তব হেরি কারিগরি
বিস্ময়ে পুলকে চক্ষু জলে উঠে ভরি।

চাটুকার।

বলিছেন কচু গাছ মেঘ পানে চাহি
তুমিই সবার বড় আর বড় নাহি।
লোকে বলে নিতি নিতি সাগরের কথা
প্রত্যয় হয় না তাতে, বকে তারা বৃথা।
মেঘ বলে কথা শুনে আসে মোর হাস
আমি যে তাঁহার শুধু জমাট নিশ্বাস।

ক্ষমা।

নাস্তিক বলিছে আমি মানিনে ঈশ্বরে
সর্ব্বশক্তিমান দেখি কি করিতে পারে?
সে যদি বিশ্বের রাজা ইচ্ছাময় যদি
করে না সে মোর হানি কেন অদ্যাবধি।

ভক্ত কন জাননা কি তাঁর পরিচয়
তিনি যে বিশ্বের পিতা চির দয়াময়।

মহাকবি।

মহাকবি বলে, হেরি মূক মোর বাণী
কি জীবন্ত মহাকাব্য এই বিশ্ব খানি।
কি লালিত্যে, অলঙ্কারে, অর্থের গৌরবে,
সর্ব্ব রস সমাবেশে তুল্য নাহি ভবে।
এক মহাকাব্য অনবদ্য, অনাবিল,
অমিলের মাঝে নিত্য কি সুন্দর মিল।
কি আশ্চর্য্য প্রতি ছত্রে প্রত্যেক অক্ষরে
করুণাবারিধি কবি নিজে ধরা পড়ে।

বদ্ধ ও মুক্ত।

মরাল বলিছে, বক এস মোর সাথে
যাইবে মানস সরে নব বরষাতে।
মরকতে বাঁধা তট, নমেরুতে ঢাকা,
সমীরণ নীলোৎপলপরিমল মাখা।

মরাল যূথের সাথে করিবে ভ্রমণ,
মধুর মৃণাল তুলি করিবে ভক্ষণ।
নাহি ক্লেশ, নাহি দুঃখ, নিষাদের ডর,
পুলকে ভ্রমিবে নীল জলের উপর।
বক বলে, সেথা গিয়া কি হইবে ভাই
গুগুলি কর্দ্দম কীট সেখানে যে নাই।

ভুল।

যত্নে গড়া, স্বরচিত, বালুকার ঘর
ভেঙে যায়, শিশু কাঁদে ধূলার উপর।
টানে সে জলের দাগ, দাগ যায় মুছে,
কাঁদিয়া আকুল শিশু, কিছুতে না বোঝে।
দেখে তার ভ্রম মোরা মনে মনে হাসি,
সংসারের খেলা যেন স্থায়ী খুব বেশী।

আবশ্যকতা।

শ্যামলতা ফুল এক গোলাপের দলে
ফুটিয়াছে দেখি সবে হেসে পড়ে ঢলে।
বলে সবে ওহে ফুল নাহি তব লাজ
ধরা মাঝে ফুটে তব আছে কিবা কাজ।

ফুল বলে আমি যবে তাঁরি সৃষ্ট ভাই
কে বলিবে মোর কোনো প্রয়োজন নাই।

দেবোদ্দেশে।

হর বোলা 'পিক ডাকে' তুষিতে রাজায়,
পুরষ্কার দিয়া রাজা সুধান তাহায়।
বল 'ভদ্র,' কেন তব সুমধুর স্বরে
হৃদয় তেমন মোর উদাস না করে?
হরবোলা বলে ধীরে জুড়ি দুটীকর
আমি গাহি তোষিতে যে রাজার অন্তর।
পিক সে যে গায় প্রভু ব্যাকুল অন্তরে
তোষিবারে বিশ্বনাথ রাজরাজেশ্বরে।

স্বভাবকপট।

দুষ্ট মতি সাধু সঙ্গে হয় বটে সৎ
দূরে গেলে কিছু পর হয় পূর্ব্ববৎ।
চুম্বকের কাছে লোহা লভে গুণ তার,
দূরে রাখ যে লোহা সে লোহাই আবার।

কুমতি।

পাপী যদি সাধু হয়ে ধর্ম্ম পথে যায়
তবু তার প্রলোভন এড়ান যে দায়।
আরশোলা যদি কষ্টে হয় কাঁচপোকা
যায় না ক তবু তার তেল কালী শোঁকা।

সাধুর সাজা।

পরণে কৌপীন, কিম্বা কমণ্ডলু হাতে,
ঘন ঘন হরিনাম, কপটমূর্চ্ছাতে,
লুকাতে পারে না পাপ হৃদয়ের ক্ষত,
গলিত কুষ্ঠীর গায়ে চন্দনের মত।

ভক্তিহীন ডাক।

কেবল বাদ্যের ঘটা, নৈবেদ্যের রাশি,
শুধু বলিদানে নাহি আসে এলোকেশী,
মাতালের মুখে হায় মা মা রব শুনে,
ভূত আসে, মা পলান কুটীরের কোণে।

গোপনে দান।

গোপনে নীরবে করে পর উপকার,
সবাকার প্রথমে সে লভে কৃপা তাঁর।
চাহে যে বিশ্বের চক্ষু থা'ক তারে ঘিরে,
হরির করুণ দৃষ্টি যায় না সে ভিড়ে।

ভক্ত।

সহিষ্ণু তরুর মত, নীচ তৃণ চেয়ে
অমানীকে মান দেন নিজে হীন হয়ে,
সর্ব্বজীবে সম দয়া, হরি মনে মুখে,
প্রকৃত বৈষ্ণব তিনি দুখী পর দুখে।

প্রকৃত সুহৃদ্।

ধর্ম্মই সুহৃদ সত্য, শান্তি দেয় দুখে,
দ্রুত আসি বাধা দেয় পতনের মুখে।
দেহের সহিত আর সকলি ফুরায়,
মরণের পরে শুধু সেই সাথে যায়।

পুণ্যস্নান।

সংযম পবিত্র তীর্থ, ভক্তি পুণ্য-নদী,
দয়া ও দাক্ষিণ্য ঊর্ম্মি, বহে নিরবধি
চরিত্র সৈকত শুভ্র, সত্যই সোপান,
শুদ্ধ আত্মা করে যেই সে নদীতে স্নান।

প্রকৃত সাধক।

সংযমী সংসারে থাকি, হিংসা দ্বেষ হীন,
হৃদি খানি থাকে সদা হরি পদে লীন,
স্বার্থশূন্য, পরহিতে রত যাঁর মন,
সেই পঞ্চতপা তাঁর গৃহ তপোবন।

স্বার্থপর।

স্বার্থপর লোক ঠিক ব্যাধের সমান,
স্বার্থশ্যেন হস্তে ধীরে হয় আগুয়ান,
সে কেবল দেয় তার নিজ স্বার্থ ছেড়ে,
সুদূর বৃহৎ স্বার্থ ধরিবার তরে।

শিশুর সুখ।

দূরে উচ্চ তাল গাছ হেরি শিশুকালে
ভাবিতাম স্বর্গ ছোঁয়া যায় সেথা গেলে,
জ্ঞানের সহিত দেখি পাপও গেছে বেড়ে
কাছের সে স্বর্গ মোর গেছে বহুদূরে।

পরমহংস।

যে পেয়েছে শ্রীহরির পাদপদ্মে ঠাঁই,
আরাধনা জপ তপ তার কিছু নাই।
পদ্ম-মকরন্দ-স্বাদ যাবৎ না পায়,
তাবৎ গুঞ্জরে অলি, চারিদিকে ধায়।
যখনি করে সে মধু রস আস্বাদন,
ভুলে যায় আপনারে, ভুলে সে গুঞ্জন

নিষ্কাম।

কয়লা খুঁড়িতে ভাই যদি মিলে হীরে,
কয়লা পানে সে আর চাহে কিহে ফিরে।
সুখ যাচি হরি ডেকে, যদি মিলে তাঁরে
আর কি সে চাহে কভু এ ছার সংসারে।

দোষানুকারী।

ফিঙে ভাবে, রূপে আমি কোকিলেরি মত,
আদর তবু ত লোকে করেনাক তত।
বুঝিলাম চাহিনা যে আমি রাঙাচোকে,
তাই করে অবহেলা যত নীচ লোকে।
এত ভাবি ফিঙা সদা রোষভরে চায়,
দেখিয়া পাখীর দল হাসিয়া পলায়,
বোকা পাখী শুধু দোষ নকলে তৎপর,
করনা নকল তার মধুমাখা স্বর।

সুখ দুঃখ।

একের যা সুখ, তাহা অপরের দুখ,
এক হিয়া শূন্য করে, ভরে অন্য বুক।
যে শিশির রজনীর নয়ন আসার,
সেই হায় প্রভাতের মুকুতার হার।

গাছ ও আগাছা।

স্বার্থত্যাগ কল্পবৃক্ষ যত্ন কর তারে,
স্বার্থের আগাছা সে ত আপনিই বাড়ে।

মুখে মনে।

পাপে রত, মুখে সদা ডাকে হরি বলি
হরি তার ডাকে ডাকে দূরে যান চলি।
মুখে না ডাকিয়া যে গো হরি জপে মনে,
হরি তার ক্ষীণ ডাক সব আগে শোনে।

বন্ধন।

বনের বিহগ বদ্ধ সুবর্ণ পিঞ্জরে,
কাটিয়া শিকল বনে যেতে চায় উড়ে’।
যতনে পালিত মৃগ, ত্যজি শত সুখ
সদাই কাননে ফিরে যাইতে উন্মুখ।
মানবই কেবল হায় মায়ার শিকলে
আপনারে আপনি জড়ায় কুতূহলে।

হেরি হায় এ সংসার-পিঞ্জর শোভন,
ভুলে যায় আপনার শান্তি নিকেতন।

জ্ঞানী ও মূর্খ।

ভক্তিহীন জ্ঞানী হৃদি, ঘাটবাঁধা বাপী
পাপ পানা আছে তার কূলে কূলে ছাপি।
ভক্তিভরা মূর্খ-হিয়া, সরঃ স্বল্প জল
বক্ষ তার ভরে আছে শুভ্র শতদল।

রোকশোধ।

ধরায় থাকিয়া যেহে ধরা যায় ভুলে,
আপনারে সঁপি দেয় পরের মঙ্গলে,
নাহি মান, অপমান, নাহি যার ক্রোধ,
ধরার সহিত জেনো তার রোকশোধ।

জীবন ও প্রেম।

জীবন শুক্তিকা, তুচ্ছ কর্দ্দম, বৈভব,
প্রেম মুক্তা ফলে যদি তবেই গৌরব।

পাপী ও সাধু।

গোবর কাঁদিয়া বলে, ছুঁওনা গো মোরে
আরো দুটী দিন আমি থাকি সারকুড়ে।
ফুল কাঁদে হায় মোরে তুলিবে কখন,
কবে বা লভিব আমি হরির চরণ।

অনাদর।

নাস্তিক ঈশ্বর আছে করে না স্বীকার,
তাহাতে গৌরব কিছু কমেনাক তাঁর।
মুকুতারে যদি নাহি চিনেছে বানর,
কমে কি তাহাতে কভু মুকুতার দর?

ভস্মমাখা।

ভস্মমাখা সাধু, শত বিভূতি মণ্ডিত,
তেজঃপুঞ্জ অগ্নি তিনি ভস্ম আচ্ছাদিত।
সাধু নয়, শুধু ভস্ম মাখে যেই জনা,
সে কেবল ছাই ঢাকা ঘৃণ্য আবর্জ্জনা।

সংযম।

ঝটিকা সংযত হয়ে, হলে সমীরণ,
কুসুম সুরভি তবে করে বিতরণ।
নদীর উদ্দাম স্রোত হইলে সংযত,
তবে হ্রদে পূর্ণশশী হয় সে বিম্বিত।
সংযমপবিত্র হলে, হইলে নির্ম্মল,
জাগে হৃদে শ্রীহরির মূরতি বিমল।

মায়ামুগ্ধ।

তাপতপ্ত অন্ধ এক, শ্যাম তরু ছায়
প্রখর মধ্যাহ্নকাল সুখেতে কাটায়।
লভে তার মিষ্টফল, করুণা, মমতা,
বলেনা ভুলেও অন্ধ সে গাছের কথা,
তরুর দয়ার কথা যদি কেহ বলে
লাগেনা তাহারে ভাল যায় দূরে চলে,
যে দিয়েছে সুখে শান্তি, যে দিয়েছে প্রাণ
তারে হেলা করিলে কি হয়রে কল্যাণ?

জীবহিংসা।

রাজার পালিত পশু যদি মারে কেহ
তারে শাস্তি দেন রাজা এত তাঁর স্নেহ।
বিশ্বের রাজার সৃষ্টপ্রাণী করি নাশ
নিষ্কৃতি কে পাবে তাঁরি রাজ্যে করি বাস।

কথক ও ভক্ত।

ভেক বলে, দিন মোর গেল বকে শুধু
কৃতী তুমি মধুকর পেলে ভক্তি মধু।

রত্নলাভ।

মুকুতা তুলিতে যদি থাকে হে আশয়,
লহরী গণিয়া হবে কিবা ফলোদয়,
দিওনা, দিওনা, কাণ তর্কের কল্লোলে,
ডুব দাও শুধু ভক্তি-রত্নাকর জলে।

প্রকৃত সন্ন্যাসী।

প্রকৃত সন্ন্যাসী শুধু, সেই মহাভাগ
সংসারী, লাগে না কিন্তু সংসারের দাগ।
মরাল পঙ্কিল সরে সুখে ক্রীড়া করে,
কিন্তু তার দেহে কভু দাগ নাহি পড়ে।

আগ্রহ।

হইতে রাজার প্রিয়, লভিতে প্রসাদ,
কত চেষ্টা কর তুমি কর কত সাধ।
রাজার রাজার প্রিয় হওনারে মন,
সার্থক জনম, হবে সার্থক জীবন।

তর্ক ও ভক্তি।

ঝিঁঝি বলে হে ভ্রমর জান শ্রুতি, স্মৃতি,
জান কি কেমনে জন্মে মকরন্দ প্রীতি।
সাকার কি নিরাকার, কি বর্ণ তাহার
এসো দোঁহে করি সব তত্ত্বের বিচার,

অলি বলে কেন ভাই বাদ বিসম্বাদ,
ততক্ষণ লই তাঁর মধুর আস্বাদ।

গায়ক।

হে গায়ক তোষিবারে শ্রোতার অন্তর
মুক্তকণ্ঠে কত গান গাও নিরন্তর।
বাকি ত রাখনা কিছু করিতে যতন
ক্ষুদ্র-রৌপ্য-খণ্ড লাগি তোষিবারে মন।
তেমন কাতর কণ্ঠে, সে ব্যাকুল প্রাণে
বারেক যদ্যপি তুমি ডাক ভগবানে।
করুণ শ্রবণে তাঁর পশে তব স্বর
জীবনে নিশ্চিন্ত হও মরণে অমর।

বাজিকর।

ভাবিছে একাকী বসি বৃদ্ধ বাজিকর,
করেছি বাজিতে মুগ্ধ বহু নারী নর।
জীবন সায়াহ্নে আমি বসে ভাবি আজি,
লাগায়েছ চোখে হরি কি যে ভোজবাজি।

হে কিষণ-জীউ, সদা যাই ভেবে মরে
এ মায়া ভেল্‌কী আমি কাটাব কি করে?
আত্মারাম কিম্বা টেকো সরকারের নামে
লাগালেম বহু ভেল্‌কী, এই ধরা ধামে,
এখন পীযূষ মাখা তব নাম স্মরি,
এ ভেল্‌কী কি কাটিবেনা হে দয়াল হরি!

অভিনেতা।

সাশ্রুনেত্রে, যুক্ত করে, বলে নটরাজ
রঙ্গমঞ্চে শেষ খেলা হল মোর আজ।
মিথ্যা সাজ সজ্জা খুলি দেখিলাম আমি
ছিন্নবাস জীর্ণ দেহ হে হৃদয় স্বামী।
নাহি কান্তি, নাহি শান্তি, কিছু নাহি আর
প্রাণেতে বহিছে শুধু বৃথা হাহাকার।
অনেক সাজালে আর, সাজে নাহি আশ,
এবার সাজাও তব দাস অনুদাস।

কবিরাজ।

হারায়ে চোখের কাছে জামাতারে আজ
কাঁদিছেন ধন্বন্তরীকল্প কবিরাজ।
বলেন আমি যে কিছু করিতে না পারি,
তাহাই দেখায়ে দিলে ওহে দর্পহারী।
হৃদে যে লেগেছে ব্যথা, শত প্রলেপেতে
সাধ্য নাই কণামাত্র তাও কমাইতে।
তুমি রাখ, তুমি মার, জানিনে কি লাগি
আমারে করহে হরি নিমিত্তের ভাগী।

মহত চরিত।

উদয়ে লোহিত রবি, অস্তে ও লোহিত,
সুখে দুখে একরূপ মহৎ চরিত।

অস্থায়ী।

পূর্ব্বে উঠি রবি, শশী ডুবি অস্তাচলে,
সুখ দুখ স্থায়ী নয় জানায় সকলে।

জীবন।

মানুষ দোলক শুধু হাসি অশ্রু মাঝ,
এই হাসে এই কাঁদে, এই তার কাজ।

সন্তোষ।

হেসে যেন লই যাহা দাও দয়া করে,
অসুখী না হই যেন লও যদি কেড়ে,
বহু দুঃখ কষ্ট আছ, আছে বহু দোষ,
বাড়াব তা কেন নিজে আনি অসন্তোষ।

সহানুভূতি।

কীট থেকে রয়ো দূরে, রহিয়ো নির্ম্মল,
কীট-গ্রস্ত তরুমূলে ঢেলো যেন জল,
পাপেরে করিয়ো ঘৃণা, করো পদাঘাত,
পাপীর তাপিত দেহে বুলাইয়ো হাত।

করুণা।

করুণার পাত্রাপাত্র নাহিক বিচার,
তাপিতে জুড়াতে শুধু জীবন তাহার,
স্নিগ্ধ বারি ধারা সম নীচে পড়ে ঝরে,
গঙ্গা সম দুইকুল সুপবিত্র করে।

আতিথেয়তা।

অতি ক্ষুদ্র কুন্দ ফুল, আশ্রিতেরে ঠাঁই
সেও দেয় শত্রুমিত্র ভেদাভেদ নাই।
যে কৃতঘ্ন কীট করে তাহাকে ছেদন,
তারো প্রতি দেখ তার নাহি অযতন।

তৃপ্তি।

আঙুরে বলিছে নিম, খায় তোমা নরে
তাতে কি আনন্দ হয় তোমার অন্তরে?
আঙুর বলিছে মোর আনন্দ মহান,
ক্ষুদ্র আমি তবু লোকে তৃপ্তি করি দান।

জড়বাদী।

যে জন এ বিশ্ব দেখি, দেখে না ঈশ্বর
নির্ব্বোধ তাহার তুল্য মেলা যে দুষ্কর।
সুন্দর মন্দির দেখি সে যে হায় ফেরে
দেখেনা ক রাধাশ্যামে বেদীর উপরে।

ভ্রম।

ঈশ্বর না মানি যেই শাস্ত্র নানা পড়ে,
বীজ না রোপিয়া সে ত শুধু চষে মরে,
হৃদয়ে হয় না বিন্দু আলোক সঞ্চার,
ফুঁ পাড়িয়া মরি, মাত্র ধোঁয়া লাভ তার

শুধু শাস্ত্র পাঠ।

ভকতি মিলেনা শুধু ধর্ম্ম শাস্ত্র পড়ে,
গীতার প্রত্যেক শ্লোক তন্ন তন্ন করে।
ললিত মাধবী ফুল কর খান খান,
পাবে না কোথাও তার মধুর সন্ধান।

পুনর্জ্জন্ম।

কাল দামোদরে ডাকি বলে তনু তরী,
বল নদ কত আর যাতায়াত করি।
নদ বলে তাঁর স্পর্শে হবে যবে সোণা,
তখন ঘুচিবে তব ভবে আনাগোনা।

সাধুর কৃপা।

জাগেনা প্রকৃত জ্ঞান, জাগেনা বিবেক,
বিনা মহতের পদ রজো অভিষেক।

পাপ।

পাপ একটুকু ঠাঁই, চাহি ক্ষণতরে
অতিথি হইয়া আসি রয়ে যায় ঘরে,
যাইতে বলিলে শুধু চায় মৃদু হাসি,
যার গৃহ সেই গৃহে হয় পরবাসী।

ভাল ও মন্দ।

কৃষ্ণপ্রেমে যান যাঁরা ত্যজিয়া সংসার
সমাজের 'সর' তাঁরা ভোগ্য দেবতার,
পাপ লিপ্সা মিটাতে যে গৃহ ধর্ম্ম ছাড়ে
দূরীভূত সংসারের 'গাদ' বলি তারে।

ভণ্ড।

বলিছে শার্দ্দুল বৃদ্ধ বহুদিন ধরে
সাধু সেজে বসে আছি, হেতা চুপ করে।
তাহাতে হলনা মোর হরি পদে ঠাঁই
শিখিপুচ্ছ পাবে তারে হেসে মরে যাই।
ধরা বলে পশু তব ভীষণ মুর্খতা
দেশ কাল পাত্র ভেদ আছে কিহে সেথা।
বিফলে জীবন যাপ তুমি হিংসা লোভে
ক্ষুদ্র শিখিপুচ্ছ, তবু হরি শিরে শোভে।

মূঢ়।

তাল তরু বলে আজ কাজ কিহে গোলে,
করা যাবে হরি নাম 'বুড়া সুড়া' হলে।
কাজ নাই এনে আর ও সকল ভাব,
ততক্ষণ করা যাক সুদের হিসাব।
কি অবোধ তরু হায়, হল অকস্মাৎ
শরতের বিনা মেঘে শিরে বজ্রাঘাত।

সাধু ও গৃহী।

সাধুরে জিজ্ঞাসে বক, এই গঙ্গাতটে
প্রভাতে সন্ধ্যায় দোঁহে বসে থাকি বটে।
আমি ত তোমারি মত থাকি চোক বুজে,
কই ত হরির কিছু পেলাম না খুঁজে।
সাধু কন 'চোক বোজ' মন থাকে তব
আসিবে শীকার কবে ছোঁ মারিয়া লব।
ও নহে হরির লাগি তব চোক বোজা,
ও কেবল মনে মনে মৎস্য কীট খোঁজা।

ঘর বাড়ী।

বাবুই বলিছে ধীরে পাপিয়ারে ডাকি,
করোনাক ঘর বাড়ী তুমি খেপা নাকি ?
ঢালিবে বরষা যবে খর জল ধার,
রবে না তোমার ঠাঁই মাথা গুঁজিবার।
পাপিয়া বলিছে নিজে ঘর নাহি গড়ি'
তাই ধরাময় ঘর দিয়েছেন হরি।

পাপ ও মিথ্যা।

পাপ ত ডাকাত, আসি ভাঙ্গে ঘর দোর
হেসে ধীরে আসে মিথ্যা ভদ্রবেশী চোর।

ধর্ম্মের ভান।

বিবেক রচিয়া ব্যূহ রাখে পাপে দূরে,
নানারূপে আসি পাপ যায় ফিরে ঘুরে।
কিন্তু যবে ধর্ম্মসাজে সেজে আসে হায়,
তখনি তাহারে আর ঠেকানো যে দায়।

সংজ্ঞা।

সৌন্দর্য্য—বিশ্বেতে তাঁর পুণ্য কর লেখা,
প্রেম—সে সৌন্দর্য্য মাঝে নিত্য তাঁরে দেখা,
প্রীতি—রূপ হেরি তাঁর হওয়া অনুরাগী,
ভকতি—উৎকণ্ঠা হরি মিলনের লাগি।

তুলনায়।

স্বার্থলাভ চেয়ে স্বার্থত্যাগ ফলবান,
আত্মজয় বিশ্বজয় চেয়ে গরীয়ান।

কলঙ্ক স্তম্ভ।

কাড়িয়া পরের গ্রাস, লুটি' পর ধন,
পার পাবে করি কিহে মন্দির স্থাপন।
থাকে না দেবতা সেথা জেনো মনে স্থির,
সে তব কলঙ্কস্তম্ভ নহেক মন্দির।

পাগল।

পাগল সন্ন্যাসী থাকে বাঁধিয়া নয়ন।
দেখিবে না জগতের পাপ প্রলোভন।
হায় মূঢ় কি করিবে চোখে বেঁধে কাঁথা।
চোখ যেথা যাবেনাকো মন যাবে সেথা।

কর্ম্মফল।

চোরকাঁচকিটা যদি লাগে কাপড়েতে।
না তুলিলে যায় না তা কখন ধোপেতে।
কর্ম্মফলো সেই মত না করিলে ক্ষয়,
জন্ম জন্মান্তরেও আত্মার সাথী হয়।

মাতৃত্ব।

পুণ্যবতী যুবতী যখন হন মাতা,
তখনি তাঁহার রূপ লভে সার্থকতা।
কনক লতিকা ক্রোড়ে শোভে যবে ফুল
তখন তাহার শোভা ভুবনে অতুল।

সৎসঙ্গ।

তুলসীর মালা কণ্ঠে করিয়া ধারণ,
সাধু কন আজ হল সার্থক জীবন।
মালা কন ক্ষুদ্রকাঠ ছিনু পড়ে জলে,
কত পুণ্য সাধু মোরে ধরেছেন গলে।
সূতা কন সব চেয়ে আমি ভাগ্যবান,
মালা সঙ্গে থাকি হল সাধু কণ্ঠে স্থান।

প্রতারিত।

পড়িয়া বকুল ফুল পথের ধূলায়,
কাঁদে হায় যে আসে সে পদে দলে যায়
বলে ভেবেছিনু হেথা মিটিবে পিয়াসা,
ইচ্ছায় খোয়ানু সব হায়রে দুরাশা।
বুলবুল বলে তুমি বোঝ নাকি ফুল,
দুখ পায়, সুখ লাগি ত্যজে যেই কুল।
গৃহস্থের গণ্ডীর বাহিরে পদ দিলে,
মিলে না কিছুই, শুধু কলঙ্কই মিলে।

কর্ত্তব্য।

কোকিলা বলিছে সদা তাঁর নাম গাই,
তবু কেন হৃদে মোর শান্তি নাহি পাই,
সারসী বলিছে কর কর্ত্তব্য লঙ্ঘন,
করোনা যে তুমি স্বীয় সন্তান পালন।
মাতা হয়ে তনয়ে যে না করে শিক্ষিত।
জগত জননী স্নেহে হয় সে বঞ্চিত।

গৃহধর্ম্ম।

পালিত ময়না মুখ ফিরাইয়া ধীরে,
নিত্য উপহাস করে কৃষ্ণসারসীরে।
বলে নাই রূপ থাক তড়াগ প্রান্তরে
কণ্ঠ নাই পারনাক ডাকিতে ঈশ্বরে।
বৃথায় কাটালে জন্ম ঘোর গৃহী হয়ে।
ভোজন শয়ন আর ছেলে পুলে লয়ে।
সারসী বলিছে ভাই নাই মায়া ঘোরে
তাহাদেরি মাঝে আমি পেয়েছি ঈশ্বরে
স্ত্রীলোকের অন্য যোগ আরাধনা নাই
গৃহকর্ম্ম আমাদের জপ তপ ভাই।

নারীধর্ম্ম।

পতিপ্রেম, হরিভক্তি, সন্তানপালন,
রন্ধন, শুশ্রূষা, নারি এ পঞ্চ সাধন।
কাব্য উপন্যাস লিখি যশে কিবা কাজ
কৃতীপুত্র কীর্ত্তিস্তম্ভ তব জগ মাঝ।

মহাপুরুষ।

আহত সেনানী পড়ি সমর প্রাঙ্গণে
তৃষ্ণার্ত্ত কাতর দেখি সেনা জল আনে।
তুলিতে ভৃঙ্গার মুখে, হেরিল নয়ন
পার্শ্বে তাঁর রিপু সেনা পড়ি একজন।
তৃষিত কাতর আছে জল পানে চাহি,
শোণিতাক্ত কলেবর, দেহে শক্তি নাহি।
আপনি না পিয়ে জল শীতল ভৃঙ্গার
ঈঙ্গিতে বলেন ভৃত্যে দিতে মুখে তার।
কর পান হে সৈনিক কন মহামতি
মোর তৃষা হতে তব তৃষা বলবতী।

মানুষের অকৃতজ্ঞতা।

যে মন্ত্রী স্থাপিল শান্তি দমি দুষ্ট প্রজা
বার্দ্ধক্যে তাহারে দূরে খেদাইল রাজা।
পথের ভিখারী মন্ত্রী শ্রান্ত ক্লান্ত প্রাণে
বসিল আসিয়া এক মন্দির সোপানে।
প্রণমিয়া দেবে কাঁদে জুড়ি দুটি কর,
বলে কি সুন্দর শিক্ষা দিলে হে ঈশ্বর।
একদিনো করিতাম যদি তব কাজ
কভু ত্যজিতে না মোরে রাজ-অধিরাজ।

তন্ময়তা।

গোপালে পূজেন ভক্ত নিত্য প্রাণভরি,
করেন তাঁহারি ধ্যান দিবা বিভাবরী।
দেবতা খায় না কিছু, কহে না যে কথা,
মনেতে সন্দেহ তাই, তাই ঘোর ব্যথা।
একদা আরতি কালে কন ভাগ্যবান
আমি ত দেবতা পূজি পূজিনে পাষাণ।

পরাণগোপাল মোর হই হব পাপী,
চরণ অঙ্গুলে তব দন্ত দিনু চাপি।
দেবতা হাসিয়া কন, কি, কর কি কর
ছেড়ে দাও, পায়ে ভাই লাগিতেছে বড়।
কাঁদিয়া ভকত বলে দেবতা কঠিন
পাষাণ সাজিয়ে কেন ছিলে এতদিন।
দেবতা কহেন হাসি তুমিও তো আগে
ভাব নাই, পাষাণেরে টিপিলে যে লাগে।

বন্ধন ছেদন।

রুদ্ধ পাখী কাটে আগে লোহার শিকল,
তবে সে দেখিতে পায় নীলনভোজ্জ্বল।
শিখীপুচ্ছ ত্যজে আগে শিখণ্ডীর কায়
তবে ত সে শ্রীকৃষ্ণের শিরে ঠাঁই পায়।
তুমিও ছেদরে মন রিপু মায়া পাশ
তবে অধিকারী হবে হতে তাঁর দাস।

উপদেষ্টা।

মৃত কুম্ভীরের প্লানে চাহি বলে জোঁক
বৃথা গর্ব্ব অহঙ্কার কেন করে লোক।
এই যদি পরিণাম তবে কেন হায়
পরের হাতের দ্রব্য কেড়ে লয়ে খায়।
কবি বলে ওহে জোঁক হে সাধু বৈরাগী,
তুমি কেন ছুটে যাও শোণিতের লাগি।

কোকিল বলেন এসো পলায়ে ভ্রমর,
বরষার প্রলোভন এড়ান দুষ্কর।
ফুটিবে কেতকী তার পরাগের ঘ্রাণে
ছুটে গিয়া কণ্টকেতে মারা যাবে প্রাণে
যূথীপরিমলবাহী মাতাল সমীর
কুপথে লইয়া যাবে করিবে অধীর।
মেঘের নয়ন ধারা, ঝঞ্ঝা দীর্ঘশ্বাস,
অচিরে করিবে পূর্ণ তোমার আবাস।

অলি বলে দুখ শোক ত্যজি যে পলায়
তার গুণপনা কেহ গাহেনা ধরায়,
শোক, দুখ, লোভ, মাঝে রহে যে অটল
প্রকৃত মহৎ সেই জানিয়ো কেবল।

মহাভাব।

সংসারের প্রেম ক্ষুদ্র পয়োনালী হায়
হরি-প্রেম-গঙ্গা সনে যদি মিশে যায়।
সঙ্কীর্ণ স্বার্থের বাঁধ থাকেনা ক আর,
ভক্তি বন্যা জলে সব হয় একাকার।

সৌন্দর্য্য সাগর।

যুবতীর আঁখি কোণে লাবণ্যের রাশি,
বালকের চন্দ্র মুখে সুধাময় হাসি।
দেখি মুগ্ধ চিত্রকর, দেখি মুগ্ধ কবি,
নয়ন ফিরাতে নারে, আঁকে সেই ছবি।
সত্যশিব সুন্দরের মূর্ত্তি প্রেমময়,
সে মাধুর্য্য সাথে যার হয় পরিচয়,

ভুলে সে যে সুখ দুখ ভোজন শয়ন
ভুবন ফিরাতে নারে তাহার নয়ন।

রাধাকৃষ্ণ।

রাধাকৃষ্ণ আত্মা পরমাত্মার মিলন
সে প্রেমে কলঙ্ক দেয় সে লোক কেমন।
যে কলঙ্কে কলঙ্কিত হইবার তরে,
যোগী ঋষি যুগে যুগে কৃচ্ছ্র তপ করে।
যে কলঙ্ক যুগে যুগে ঘোষিবার লাগি,
কেঁদে মরে শত কবি, শত অনুরাগী।
সংযত বিশুদ্ধ আত্মা হয়ে মহাভাগ,
লভিবারে ব্যগ্র সদা যে কলঙ্ক দাগ।
তাহারে কলঙ্ক তুই বলিসনে বোকা,
হৃদয় নিকষে সে যে কনকের রেখা।

কর্ম্মক্ষয়।

সুকর্ম্মে সাধুরও পুণ্য পায় বটে লয়,
ঘর্ষণে চন্দন যথা ক্রমে পায় ক্ষয়।
চন্দনেরি মত তিনি সব পুণ্য শেষে
যান আহা শ্রীহরির পাদপদ্মে মিশে।

রাজা ও সন্ন্যাসী।

সম্রাট সাধুরে কন হে মহাকৃপণ,
নাহি ব্যয় সদা তব সঞ্চয়েতে মন।
আমি যে অমিতব্যয়ী করিনে সঞ্চয়,
তোমারে দেখিয়া তাই মনে হয় ভয়।
তুমি ত বৈকুণ্ঠে ক্রয় করেছ ভবন
পরণে কৌপীন কিন্তু তুমি মহাজন,
আমার যা কিছু ছিল খোয়াইনু হেতা,
তুমি ত হে মহাধনী আমি দীন সেথা।

ভিখারী।

বলেন ডাকিয়া ধনী সাধু হেরি দ্বারে,
কে আছিস ভিখারীরে ভিক্ষা দিয়ে যারে
শুনি সাধু মৃদুহাসি মনে মনে কন,
তুমি চাও ধন, রত্ন, বন্ধু, পরিজন,
নিয়েছ নিতেছ নিত্য তৃপ্ত নহ তবু,
অনন্ত যাচনা তব ফুরায় না কভু।
যে কেবল একমুঠা চাল শুধু চায়,
সে হল ভিখারী তুমি ধনী হলে হায়!

পরের লাগি।

ইক্ষু কাঁদে কবে আমি হইব শর্করা,
মেঘ কাঁদে জলে কবে ভিজাইব ধরা,
ফুলকুঁড়ি কাঁদে কবে দিব পরিমল,
পাখী কাঁদে গীতে কবে মাতাইব বল।
ইহারা কেবল সুখী 'দান করে' ভাই,
আমরা পরের দ্রব্য কেড়ে নিতে চাই।

সফল।

গান গাহিবার আগে যে শ্যামাটী মরে,
কোরকেতে যে চম্পক ভুমে ঝরে পড়ে।
বুক ভরা গান, সেই হৃদি ভরা বাস,
দেবভোগ্য হয় জেনো হয়না ক নাশ।
না হেরি শ্রীমুখ পথে যাত্রী যদি মরে,
ভেবনা তাহার দেখা হলনা ঈশ্বরে।
সে নহে নিষ্ফল যাত্রা, সে নহে মরণ,
শ্রীহরি তাহারে আসি আগাইয়া লন।

প্রকাশ।

পর দুখে দুখী যদি, হয়ে থাকি কভু,
কাহারেও সুখ যদি দিয়ে থাকি প্রভু।
যদি কোন দিন তুচ্ছ করে থাকি দুখ,
যদি হয়ে থাকি কভু পাপেতে বিমুখ।
বিশ্বের সৌন্দর্য্য হেরি, শুনি মধু গান,
যদি কভু তোমা পানে গিয়ে থাকে প্রাণ,
যদি প্রেমময় নামে কোন দিন আমি।
ফেলে থাকি আঁখিজল হে অন্তরযামী,
তাতে শুধু এই মাত্র করেছে প্রকাশ
দূর জন্মজন্মান্তরে ছিনু তব দাস।

গভীরতা।

নীরবেতে ভালবাস, করিয়োনা গোল,
হরি চান গভীরতা চান না কল্লোল।

ঈশ্বরত্ব আরোপ।

যে করেন হরি তব মহিমা প্রচার,
নত শিরে পালি যেন আদেশ তাঁহার।
কিন্তু যেন মোহ ঘোরে অথবা অজ্ঞানে,
না বসাই তাঁরে কভু তোমার আসনে।

ঈশ্বরের স্নেহ।

ভ্রমরের কালো দেহ দেছ চিকনিয়া,
কত যত্নে শিখীপুচ্ছ দিয়াছ রাঙিয়া,
অতি দীন, অতি ক্ষুদ্র, পিপীলিকাটীরে,
গড়িয়াছ কত যত্নে কত ধীরে ধীরে।
করিয়াছ তারে দক্ষ, সবল, নির্ভীক,
শিখায়েছ নিজ হাতে গড়িতে বল্মীক।
এতই আদর স্নেহ ক্ষুদ্র জীবে তব,
মানুষে যে কত স্নেহ সে কি আর কব।

মরণ।

টুটিয়া বন্ধন যবে ফুল পড়ে ঝরি,
তখন তোমার ভয়ে হৃদি উঠে ভরি,
আকাশের কোলে যবে ডোবে রাঙা রবি,
ফুটে উঠে চোখে তব নিদারুণ ছবি,
তবুও তোমারে ভালবাসি হে মরণ
তুমি স্মরাইয়া দাও অভয় চরণ।

আপন ধর্ম্ম।

আল্লা, গড, জিহোবা, অলখনিরঞ্জন,
হরি, হর, কৃষ্ণ, কালী, সবি একজন,
তিনি এক, ভিন্ন নাম, সবি আমি জানি,
তবু মধুমাখা 'রাধাকৃষ্ণ' নাম খানি।
হিয়ার সর্ব্বস্ব মোর সর্ব্বরূপ সার,
নব দূর্ব্বাদল শ্যাম শ্রীকৃষ্ণ আমার।

এসো।

বাল্যে এসো জনক জননী রূপ ধরি,
শৈশবে শিক্ষক রূপে দেখা দিয়ো হরি।
যৌবনে আসিয়ো হয়ে প্রিয়া প্রাণসখা,
প্রৌঢ়েতে তনয় রূপে দিয়ো মোরে দেখা।
বার্দ্ধক্যে আসিয়ো তুমি হয়ে হরি নাম,
মরণে আসিয়ো সখা হয়ে রাধাশ্যাম।

ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ।

বায়ু বিশ্বব্যাপী ইহা জানেনাক যারা,
সমীর সেবন সুখ লভেনা কি তারা ?
যে জানে না পৃথিবীর তিনভাগ জল
তৃষ্ণা নিবারণ তার হয় কি না বল ?
কি প্রকাণ্ড এ ভুবন জানে না যে জন
আপনার জমি যত্নে করয়ে কর্ষণ,
সে কি গো লভে না গ্রীষ্মে ছায়া সুশীতল,
লভে না কি গাছ ভরা সুরসাল ফল ?

তেমনি যে ভক্তি ভরে ব্যাকুল অন্তরে
ঈশ্বরের অতি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি পূজা করে,
সেও লভে তাঁর কৃপা লভে মুক্তি ফল,
চক্ষু বুজি চিন্ময়েরে মিলে না কেবল।

বিফল।

কত বর্ষা আসে যায় করি কুলুকুল
হৃদয় মালঞ্চে মোর ফোটেনাক ফুল।
শরত কত যে হায় এলো গেল চলে,
হলো না বিম্বিত শশী হৃদয় পল্বলে।
মধুর বসন্ত গেল, হাসায়ে ভূলোক
ফুটিল না জীর্ণশাখে বাসন্তী অশোক,
হায় শুনিল না মোর, এ পোড়া উদ্যান,
একদিনো হরি নাম পাপিয়ার গান।

যদি।

শোকে ফেলিয়াছি আমি যত আঁখিজল
ধোয়া'তাম তাহে যদি শ্রীপাদ কমল।

বেদনা ব্যথায় যত করেছি চীৎকার,
করিতাম তাঁর লাগি যদি সিকি তার।
ফেলিয়াছি দুখে হায় যে দীর্ঘ নিশ্বাস,
ফেলিতাম যদি তাহা হতে তাঁর দাস।
কেটে যেত এতদিন মায়ামোহ ঘোর,
ভব বন্ধনের ক্লেশ শেষ হ'ত মোর।

প্রার্থনা।

হে ঈশ্বর যদি তুমি হও নিরাকার,
ক্ষমা করো যদি ভাবি অন্যথা তাহার।
হে ঈশ্বর যদি তুমি হও শুধু জ্যোতি
ক্ষমা করো যদি নাহি হয় তাতে মতি।
হে ঈশ্বর যদি শুধু হওহে চিন্ময়,
ক্ষমা করো যদি মোর ভক্তি নাহি হয়।
হে ঈশ্বর যদি তুমি হও মোর হরি,
নব ঘন শ্যাম তনু শঙ্খচক্রধারী,
এই ভিক্ষা তব কাছে হে দীনের সখা
অন্তিমে সে রূপে যেন দিয়ো মোরে দেখা

ভিক্ষা

দুদিনের পোষা পাখী পলাইলে উড়ে,
শূন্য খাঁচা প্রাণ মন ব্যাকুলিত করে।
পরাণের প্রিয় জনে দিয়া হে বিদায়
জীবন আঁধার হয়, মূরছে ব্যথায়।
সে দিনে তোমারে যদি ভুলে থাকি হরি,
ক্ষমা ক'রো দুর্ব্বলেরে তুমি কৃপা করি।

শেষ।

ভাস্কর জীবন ধরে গড়া প্রতিমায়
যে আদর্শ যে রূপটী ফলাইতে চায়।
কল্পনা মিশায়ে রঙে সদা চিত্রকর,
যাহা ফলাইতে চাহে ছবির উপর।
যে শেষ কথাটী কবি বলিবার তরে
শব্দ নাহি খুঁজে পায় শুধু কেঁদে মরে।
সেই রূপ, সেই রঙ, তুমি সেই গান,
চরম আদর্শ তুমি ওহে ভগবান।

সম্পূর্ণ

শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বিএ প্রণীত—

শতদল। মূল্য তিন আনা।

এক শত সৌরভময় দলে পূর্ণ। কবিবর রবীন্দ্রনাথ, সার গুরুদাস, অধ্যাপক ললিতকুমার, সুলেখক প্রভাতকুমার প্রভৃতি কর্ত্তৃক মুক্তকণ্ঠে প্রসংশিত। চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং, ৬৩ হ্যারিসন রোড ও ২০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

সাহিত্যসম্রাট রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

"আপনার প্রণীত শতদল পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। ইহার ছোট ছোট কবিতাগুলি মৌচাকের ছোট ছোট কক্ষের মত রসপূর্ণ হইয়াছে। কখনো কখনো মৌমাচির হুলেরও পরিচয় পাওয়া যায়।"

স্বনামধন্য অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—

"শতদল একশত দলই আঘ্রাণ করিয়াছি। ভাবুকতার মৃদুসৌরভে ইহা প্রকৃতই পদ্মের সহিত উপমেয়। আজকালকার বিকট প্রেমের কবিতায় যে একটা কাঁটালে চাঁপার উগ্রগন্ধ পাওয়া যায় ইহাতে তাহা নাই। শতদল আদরের বস্তু হইয়াছে, বহুবার পড়িলেও এরূপ কবিতা পুরাতন হয় না। এ নাটক নভেল প্লাবিত দেশে এরূপ ভাবুকতাময় ক্ষুদ্র কবিতার পাঠক যুটিবে কি? * * *

ইণ্ডিয়া প্রেস, ২৪নং মিড্লি রোড, ইটালী।